

কুমিল্লার গ্রামে ধর্ষিত বিধবাকে দোররা মেরে বিচার, পরে ঠিকানা হলো কারাগারে!

আবুল কাশেম হৃদয়, কুমিল্লা থেকে ৥ ভাগ্যবঞ্চিত-হতভাগিনী বিধবা তাসলিমা প্রথমে ধর্ষণের শিকার হয়ে অন্তঃসত্ত্বা, পরিণামে শরিয়ত মতে দুই দফা ১০১ দোররা খেয়ে এখন তার শেষ ঠিকানা হয়েছে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের নিরাপত্তা হেফাজত। ধর্ষিতা বিচার পাওয়ার বদলে একের পর এক শাস্তি পেলেও ধর্ষকের কিছুই হয়নি। বিচার চেয়ে ধর্ষিতার পিতা মামলা করার পর গত ৩ মার্চ জবানবন্দী নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ধর্ষিতা তাসলিমাকে পাঠিয়ে দেন নিরাপত্তা হেফাজতে। বিচারের বাণী নিভুতে কাঁদার মতোই এ ঘটনা ঘটেছে কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার আগানগর ইউনিয়নের বিজয়পুর নামক এক প্রত্যন্ত গ্রামে। ধর্ষিতার পিতা তাকে নিজ হেফাজতে নেয়ার জন্য এখন দ্বারে দ্বারে ঘুরছে।

শনিবার দুপুরে বিজয়পুর গ্রামে সরেজমিনে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, বরুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম বিজয়পুরের দরিদ্র কৃষক আবদুল অহিদের বড় মেয়ে তাসলিমা আক্তার (২০) গত বছর ১৩ জুন ধর্ষণের শিকার হয়। ঐ দিন রাত ১টায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলে প্রতিবেশী গ্রাম্য চিকিৎসক আনোয়ার হোসেন তাসলিমাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর বিষয়টি কাউকে জানালে তাকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। মানসম্মান ও পরিবারের দিকে চেয়ে তাসলিমা বিষয়টি কাউকে জানায়নি। কিন্তু এর ৫ দিন পর ১৯ জুন রাত সাড়ে ৯টায় আনোয়ার পুনরায় তাকে ঘরের মধ্যে ধর্ষণ করে এবং বিয়ের প্রলোভন দিয়ে কাউকে কিছু না বলার জন্য চাপ দেয়। পরে অনেকবার তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। এতে তাসলিমা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে আনোয়ার তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে এবং তাসলিমার অনাগত সন্তান নষ্টের লক্ষ্যে গর্ভপাত করার জন্য চাপ দেয়। এক পর্যায়ে বিষয়টি জানাজানি হলে ধর্ষক আনোয়ারের মা আকলিমা বিবি, স্ত্রী সুফিয়া বেগম এবং বোন সাহেরা বেগম কৌশলে তাসলিমাকে ওষুধ খাইয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাসলিমার চিৎকারে তা সফল হয়নি।

এক কান দু'কান করে বিষয়টি পুরো গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে গ্রাম্য সালিশের বিচারক ও মাতবররা ঈদ-উল-আযহার ৬/৭ দিন আগে বৈঠকে বসে। তাসলিমার বিষয়টি সুরাহা না হলে 'কোরবানি জায়েজ হবে না' এ ফতোয়াও দেয়া হয়। কোরবানি ঈদের আগে গ্রামের সাহেবআলী মেস্বার, সর্দার রহম আলী, মোসলেম মিয়া, আবদুল্লাহ, সামছুল হক শাম, ইসহাক, মোজা, ফতেহ আলীসহ গ্রাম্য কর্তাব্যক্তিরা বৈঠকে বসে ধর্ষিতা তাসলিমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ধর্ষক আনোয়ার কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা তাসলিমাকে পিটানো হয়। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা তাসলিমা ধর্ষক আনোয়ারের নামই বলে। তৃতীয় দফা বৈঠকে তাসলিমাকে ১০১ দোররা মারা হয়। দোররা মারার সময় ধর্ষক আনোয়ারই কিনা তা জেরা করা হয়। হুমকি দেয়া হয় সত্য কথা না বললে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দোররা মারা হবে। পরে কোরান শরীফ ছুঁয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দোররার আঘাতে ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা তাসলিমা ক্ষতবিক্ষত হয়। আবার তাকে দোররা মারা হয় তার ঘরের মধ্যে। এরপর গ্রাম্য বিচারকরা নিশ্চিত হয়ে ধর্ষক আনোয়ারকে ধরে এনে তাসলিমার সঙ্গে বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিচারকদের ফাঁকি দিয়ে ধর্ষক আনোয়ার পালিয়ে যায়। গ্রাম্য সালিশকারীরা এর পর তাসলিমার পিতা আবদুল অহিদকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে সবাই সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা ও আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

তাসলিমার পিতা আবদুল অহিদ গত ১০ ফেব্রুয়ারি বরুড়া থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন। মামলায় আনোয়ার হোসেন, তার মা, স্ত্রী ও বোনকে আসামী করা হয়। সাক্ষী হন গ্রামের সালিশকারীরা। ৩ মার্চ বরুড়া থানার এসআই এখলাসুর রহমান কুমিল্লার প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আহসানের আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী নিয়ে ধর্ষিতা ও সাড়ে ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা তাসলিমাকে নিরাপত্তা হেফাজতের জন্য কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করেন।

হতভাগিনী এই তাসলিমার ৬/৭ বছর পূর্বে বিয়ে হয়েছিল শাহপুরের জামাল হোসেনের সঙ্গে। সহজ সরল তাসলিমার মারুফা নামে একটি মেয়ে হওয়ার পর স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। মারুফার বয়স এখন চার বছর। তাসলিমা তার কন্যা সন্তান নিয়ে বাবার বাড়িতে থেকে যায়।

অন্যদিকে অভিযুক্ত ধর্ষক আনোয়ার হোসেনের ২ মেয়ে এক ছেলে রয়েছে।